হেমন্তের অরণ্যে আমি পোষ্টম্যান

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

সূচীপত্র

অনেকগুলো শব্দের কাছে	৩
ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক	৪
আমায়, পথ থেকে পথে	৫
কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিল আমায় পুরনো চাঁদ	৭
সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি	১০
বাড়িবদল	১১
মজা হোক–ভারি মজা হোক	১২
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন	১৪
মানুষের কাছে যেতে	১৫
স্মরণিকা	১৬
বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে	১৮
কোন্ পথে	১৯
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে	২০
পিছনে যাবার রাস্তা নেই	২১
আলো জ্বালতে পারলে	২২
স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি	২৩
সুদেষ্ণা নেই	২৫
তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে	২৬
এখানে নিঃশব্দ তুমি	২৭
একটানা এক জীবন	২৮
তোমার পেছনের কুকুর	২৯
সভ্যতা আমারো মধ্যে আছে	৩০
মধ্যাহ্নের দোষে	৩১
সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে	৩২
দুই পাহারাঅলা	৩৩
কথায় বলে	৩৪
দুই বসন্তবৌরী আর	৩৫
বেড়িয়ে ফিরলুম	৩৬
নাম জীবন	৩৭
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোষ্টম্যান	৩৮
এবার আসি	৪০
সমাধিফলকের স্মৃতি	৪৪

BANGLADARSHAN.COM

অনেকগুলো শব্দের কাছে

অনেকগুলো শব্দের কাছে আজ আমার ছুটি মিলেছে
তাদের প্রতি লোক-লৌকিকতাও বন্ধ
ওই যে কথায় বলে না –এপাড়ার দিকেই এসেছিলুম, তাই
মন-মন কাজে একবার ঘুরেও যাচ্ছি –
এমন আদিখ্যেতার সাঁতারে আমায় আজ আর ভাসতে হবে না
আমি আমার যথাসর্বস্ব নিয়েই ঘন মতন ডুব দিলুম
শব্দের বেড়াতে যদি হাত পড়ে তবে যেন নিজের মাথা খাই
কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায় জোড়া
হাতেই বেঁধেছে আজ
বেশ আছি, শব্দ ভুলে ন্যাংটো
ফুটো ইজেরে হাওয়া খেলছে
বীজ পুঁতে জল সইছি, মাতবর ব্যক্তি হে !
শীতের রুজুরুজু শাল-দোশালায় গা ঢাকবো নাকি –
বাবুদের মতন ?
পরনের তেনায় টান তো পড়বেই
ওপর-নিচ খড়ে-ছাওয়া ভদ্দরলোকের কাজ নয়
সুতরাং, আসি
চোত-বোশেখের মেলায় দেখা হবে, কবুল ক'রে
চৌ-চম্পট দি–
আসি...
অনেকগুলো শব্দের হাত থেকে রেহাই মিলেছে
গেরস্ত কথায় –ছুটি,
আসি, বচ্ছরকার কাজ মন দিয়ে ক'রো –
পাঁচে-পাঁচজনে কাঁধ দিলে মড়ার চাপ তেমন দুঃসহ ঠেকবে না।

BANGLADARSHAN.COM

ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক

ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
মানুষ মানুষে গাছে গাছ
সিংদরজা আনাচকানাচ
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো

ছেঁড়াখোঁড়া ইজেরের ফুটো
কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো
বদলে নেবো
সহজ পোশাকে
আকর্ণবিস্তৃত মুখ ঢাকে
ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির
চলি
চলি, দেখে আসি
বেজেছে আঘাটা-ছাড়া বাঁশি
কিনা
কোন্ রাজ্যে রয়েছে নবীনা
বিপ্লব
যেভাবে হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো।

BANGLADARSHAN.COM

আমায়, পথ থেকে পথে

আমায় পথ থেকে পথে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিলো ঐ
মখমল-কোমল কুকুর
তার থাবায় ঘাসে-শিশিরে-মেশা নরম আওয়াজ
আমার কানে বেজেছিলো বন্ধুর মতো
বিস্ফরণের মতো আমার চিরপুরোনো ভালোবাসার ভিতরে
আজো তোমাদের পরিপূর্ণ ফটোগ্রাফ
সেই স্বপ্নগুলি, সেই নিথর সজল রাজহাঁসগুলির
উটের মতো সতৃষ্ণ হলুদ গ্রীবা
সেই সব ধারালো মুখচোখ, কানের উপর ঝাউয়ের মতো
ভাঙা-ভাঙা চুলের রাশি
সেইসব অন্ধকার রাতে দেয়ালের পাশের নির্জন
চাঁদের তলের মর্মর পরশ...

BANGLADARSHAN.COM

যা কিছু তুলে রেখে দাও, সব ভালোভাবে তোলা থাকে
বিশৃঙ্খলার মাঝেও কবিতা লেখা হয়
গলির দুপাশে দুটি মুখোমুখি প্রাসাদ-বাতায়ন থেকে
দুই রঙের আলো এসে পড়েছে
মানুষের জন্মমৃত্যু কোনো অস্তিত্ব-নিরস্তিত্বেরই নয়
কোনদিকেই রাজনৈতিক ও সচেতন ভোট নেই মানুষের
তবু সচেতনভাবে বিহ্বল কুকুর এক আমায় পথ থেকে
পথে, ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিলো সাজাবে ব'লে
বৈঠকখানার টেবিলের উপর

একসময় এ্যাশ্‌ট্রের মতো চেহারা ছিলো আমার
তখন অনেক অর্ধমৃত মেয়েমানুষ এসে আমার ভিতরে ডুবে মরেছিলো
তাদের সকলের নিঃশ্বাস আমার গায়ের ভিতর কালো
ঝামার মতো গিয়েছে ব'সে
তাদের সকলের নিঃশ্বাস সকলের কলংকের মতো গিয়েছে ব'সে
পরিত্রাণহীন পুরোনো এ্যাশ্‌ট্রে আমি, আরো পুরাতন টেবিলে-টেবিলে
ভেসে বেড়িয়েছি

কুকুরের মতো সচল বিশ্বাসে পথে নামিনি বহুদিন
পথে নামিনি কেননা পথ হতে আর উদ্ধার নেই আমার
সেই কুকুরটি যে-পথে গিয়েছে সে-পথে আমি কখনো
যেতে পারবো না ভেবে
চৌমাথার কাছে পুলিশের মতো কর্তব্যপরায়ণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি –
কেবল মধ্যরাতে চাঁদ আমায় কয়েকবার ঠেলে-ঠেলে
ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলো
আমি একটি নতুন বন্দুক স্বপ্নের মাঝে
পরিষ্কার করতে ঝুঁকে পড়েছিলাম
আমি হৃদয়ের মতো পুরীর সমুদ্রের বালুবেলায় হেঁটে বেড়িয়েছি অনেক
কতো না নীলাভ কাঁধ একবার ওঠে আর পরক্ষণে ভেঙে পড়ে
গভীর গভীরতম সচেতন স্বপ্নে আমি নতুন একটি বন্দুক
পরিষ্কার করতে ঝুঁকে পড়েছিলাম
কতো ক্রূর ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম আমি
যে-সরোবরে ঘাট নেই –চেয়েছিলাম আমি সেই সরোবর
আকাশে ভেসে যেতে-যেতে সরোবরে ঝ'রে যেতে হয়
লাফিয়ে পড়তে হয় ক্রমাগত
তেমন ক্রূর ভালোবাসার আশায় বন্দুক হাতে
নিদ্রিত হ'য়ে পড়েছিলাম আমি।

BANGLADARSHAN.COM

কালরাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরোনো চাঁদ

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরোনো চাঁদ
পাল্লাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমায় সেই স্বপ্নচ্ছায়াময় ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিলো
এই তো গ্রীসদেশ, এখানে কেউ ঘুমায় না –
তখনই চাঁদ অস্পষ্ট কালো এক ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো
আমার আর গ্রীসদেশ দেখা হ'লো না –
দেখা হ'লো না পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌখিন সমাধিস্তবক
বাগানের ফুল
সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি
মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার
রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো
কংকালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ
আমার মাথার উপর
আমার করুগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের মতন
বসেছিলো
এতো আলো, মেঘ এতো, শেফালিতলা ভ'রে মখমলের মতো এতো
সনির্বন্ধ গাঁদাফুল
আমারও কাজে লাগলো না আজ
যেমন বিষণ্ণভাবে আমি
যেমন বিষণ্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করে ব্রাহ্মণ
তেমনভাবে তোমার অল্পবিস্তর স্মৃতির সঙ্গে গা ঘষছিলাম আমি
মাঠের গাভী যেমন শিমুল গাছে, কিংবা বেড়াল যেমন মুঠিভরা থাবায়
তেমনভাবে তোমার স্মৃতিগুলি কররেখা আঁচ করার মতো
মুখের উপর তুলে ধরেছিলাম আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরোনো চাঁদ
তোমাদের উঠানের সঙ্গে সাগরের এক গোপন বৈঠকে আমি
তরণীমুক্ত যাত্রীর মতো বিহ্বলতার স'রে গিয়েছিলাম

BANGLADARSHAN.COM

কাল সারারাত ধ'রে এক অন্ধকার গ্রীসদেশ পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
কিছুই দেখিনি আমি
কতোদিন সমাধি প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছি
টেলিফোন ক'রে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো ব'লে বেরিয়ে আর
নিজের সমাধি খুঁজে পাচ্ছি না
যেখানেই দাঁড়াই, সবাই বলে –আমিও একা আছি–তুমি ঢুকে পড়ো
কয়েকদিনের জন্যে থেকে যাও
কতো লোক তো ভুবনেশ্বর বেড়াতে যায় –ছুটি-ছাটায়–
তাদের অনন্ত আতিথ্যে মনে পড়েছিলো তোমাদের কথা কালরাতে
স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে পুরোনো চাঁদে
তোমরা সকলেই তোমাদের আপনাপন কবরে শুয়ে রয়েছো
তোমার বোন চারুশীলা পরীক্ষার পর কবরে শুয়ে আমার কবিতা
কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে–
কোথায় ওর দিদির কথা, কোথায় বা ওর দিদির প্রতি তরুণ কবির প্রেম !

একটি তারা দেখে দ্বিতীয় তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে কবর থেকে মুখ বাড়িয়ে –
মঙ্গল করো
কলকাতার মৌলালিতে পাইপের ভেতর অমন মুমুক্ষু দেখেছি আমি অনেক
বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমাণ ট্রাম স্টীমারের মতো
কালরাতে এমন অন্ধকার গ্রীসদেশে ঘুরেছি আমি অনেক
নতুন মৌসুমির পানে হাত পেতে কাল সারারাত আমি চাকুরীপ্রার্থী
চাঁদের প্রতি তাকিয়ে বসেছিলাম
আমাদের উঠানে ছেলেদের রবারের বল একটি পড়েছিলো
আমাদের উঠানে ইমারত তৈরি হবার উপযুক্ত কড়ি বরগা ছিলো প'ড়ে
আমাদের উঠানে উলোটপালোট খাচ্ছিলো
পাল্লাদাসের সমাধি ফলকে দুর্নিরীক্ষ্য ডার্জ ...

কিছুক্ষণ আগে গ্রীস থেকে বেড়িয়ে ফিরলাম আমি
যারা যারা আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো
তাদের সকলের সমাধি আমি অন্ধকারে এসেছি দেখে
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভ'রে গিয়েছি আমি
চৌরঙ্গির দশফুট উঁচু দেয়ালের মতো পোস্টারে ভ'রে গিয়েছি আমি
নতুন মৌসুমির পুরোনো চাঁদে ভ'রে গিয়েছি আমি

BANGLADARSHAN.COM

এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভ'রে গিয়েছি আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরোনো চাঁদ।

BANGLADARSHAN.COM

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি
ঘরদুয়ারের ওপরই ডাকবাক্স
হ্যাঁ, পিছনেও একটা ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে
তার মন তো আর তোমার মতন পরিষ্কার নয়
সপ্তাহান্তে মেথরের বন্দোবস্তটাও পাক্কা।

মোটের ওপর, চলনসই ক'রে রাখাটার নামই জীবন
এই তো জানি
উদোমাদা চণ্ডীচরণ
যা হাতে দেয় তাতেই মরণ !
সেরকম কিছু নয় সে–
বরং, ছেঁড়া কাঁথা ফর্সা ক'রে, ছিন্নভিন্ন খুঁট্ কাঁখে গুঁজে
খল্‌বল্ হাঁটায় দুরন্ত
সাঁতারের ব্যাপারটাও মনে রেখেছে।

BANGLADARSHAN.COM

সুতরাং, তাকে আমি কিছুতেই দোষ দিতে পারি না
দোষ নয় তো যেন সাবান
হাতে তুলে গায়ে মাখার অপিক্ষে।

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি –আগে-ভাগেই ব'লে রেখেছি
ঘরদুয়ারের ওপরটায় ডাকবাক্স
ফিরিঅলা থেকে ডাকপিওন তাকে ছেড়ে সব্বাই
নট্ নড়ন-চড়ন ঠকাস–
মরণ আর কি ! দুপা এগিয়ে দ্যাখ্ না বাপু
আমর জায়গাটায় আবার দাঁড়িয়ে ভিড়-করা কেন ?

বাড়িবদল

বাড়িবদল করতে আমার ভীষণ ভয়
চিরকালের চেনাজানা এঁদোপচা গলি হারিয়ে –
অনেকের কাছে তো রাজপথ ভারি আদরের
এ্যাশ্‌ফল্ট-রোড, পাম এ্যভেন্যু
দুপাশে নীল নতুন আলোয়
তুলোর মতন হাওয়ায় সাঁতার –
অনেকের মতন আমার এ-সবে সায় নেই
আমার ধাঁচটা গরিবিআনায় আপাদমস্তক টেঁকা
ছেঁড়াখোঁড়া পেন্টুল পরনে
লোকটাও সাবেকি
বুট্ হাতে খালি পায়ে এল্টে পর্যন্ত কাপড় ফাঁকা
বর্ষার ময়দান পার হ'য়ে যাই...

BANGLADARSHAN.COM

তোমরা যাকে বলো, ওরিজিন্যাল
নাঃ, তেমনও আমি নই
স্বভাব ঢেকে পেটকাপড়ে পরের বাড়ি থেকে ধার আমি আনতে পারি না
মুচি-মেথর বলতেও আমি
রেশনকার্ডের কত্তা –তাও আমি
নামের ডগায় বাতিল শ্রীটুকু লাগাতে পিছ্‌পাও নই !

যাক্, যা বলছিলুম –বাড়ির কথা,
সেই আমি হঠাৎ বাড়িবদল ক'রে বসেছি
ভেতরে-ভেতরে ইচ্ছে –এই নতুন-পাওয়া বাড়িতে
আত্মহত্যার কাজটা সেরেই নোবো
পুরোনোর অনুনয়-বিনয় নেই, পিছটান নেই
সুতরাং, অবাধ মৃত্যু এখানে আমার রোখে কে ?

মজা হোক–ভারি মজা হোক

তোমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবো, ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
এখন একটু চুপটি ক'রে বসে থাকো
আমি একটি হাত টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, সেই হাতে
ভুবন ধরার মতো তোমার পদতল ধ'রে রাখো
আমিও চুপটি ক'রে বসে থাকবো
তুমি আমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবে
ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
আমরা দুজন ওদের আদর-আহ্লাদের ফাঁকে-ফাঁকে
নাচ-নাচুনি কোঁদল দেখবো।

আমি বিষয়টা খুব নম্রভাবেই শুরু করতে চাই
চুলের টায়রা থেকে শুরু করার উচ্চাভিলাষ আমার নেই
বুলবুলিটা কথার কথা–বলতে হয় ব'লেই বললুম,
ঘুষ-ঘাষের কথা নয় তো !
তবু, একটা চেড়ার আড়াল, একটা ফর্ম থাকা ভালো।
তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে
দেশ-গ্রাম নয়–সুদ্দু ঐ 'মেদিনী' শব্দটা
নাম বদলে মাঝেমাঝে 'মেদিনীদুপুর' করতেও ইচ্ছা হয় –
দুপুর, মানে দুখানা, দুখানা মানে দুবুক ...

এতো খুলে না বললেও চলতো, চেড়ার আড়াল তো
মোটামুটি পছন্দই করো
তবু, আচারের তিজেল খুলে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকে সাধ্য কার ? একা ?
বিষয়ের মুখোমুখি ?
সমালোচকের কানে-গোঁজা পেন্সিল তক্ষুনি গদ্যপদ্য কাটাছেঁড়া
করতে নেমে আসবে না ?
বহুকাল বাদে তোমাকে পেয়েছি, তোমায় পেয়ে আমাকেও পেয়েছি
ভারি মজা করার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু
এসো, দুজনেই আঁধার-করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি
মজা হোক–ভারি মজা হোক একখানা

BANGLADARSHAN.COM

বিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক

ঐসব মন-খারাপ মজাদিঘি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠকিয়ে

ভীষণ মজা হোক।

BANGLADARSHAN.COM

আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লা দুটোর মতন

অষ্টপ্রহর তোমার খবর নিতে আমার কাছে লোক আসছে
আসল ব্যাপারটা ওদের কারুর কাছে ফাঁস করিনি, তাই রক্ষে
নতুবা, তোমার আবার আলাদা ক'রে খবর কী ?

আমি তোমার ঘরের সেই পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে
পাল্লার গায়ে লট্‌কানো মন্তব্য : আছো, কি নেই –

লোকজনের স্বভাব-টভাব আজো ঠিক সেইরকম আছে কিন্তু
হক্ কথা বললেও ফুটো খুঁজে অন্দর দ্যাখে
মানতে চায় না, ভেবে দেখবে বলে
হাত চেপে আঁধারের কাছে নিয়ে পকেট পালটায়,
মুখে-মনে, টাকা থেকে চাবি আর চাবি থেকে টাকার প্রসঙ্গ !

BANGLADARSHAN.COM

সত্যি বলতে কি–
এ হেন খবরদারি আমার ভালো লাগছে না,
এক হিসেবে সেই তোমার ব্যাপারেই ব্যস্ত তো !
আসল ঘটনা কিন্তু কারুর কাছে ফাঁস করিনি –
তুমি বলেছিলে, যোগাযোগ তুলে নাও,
কথা চালাচালি রদ করো,
ঠিক সেটুকুই করেছি !
তবু, জ্যোৎস্নারাতে এক এক দিন এমন পাগলামি ভর করে
আমি আমার বাঁশের যোজনা পেতে
বসে থাকি অলক্ষ্যে তোমার...
তুমি টের পাবার আগেই আমি সাবধান !
আবার একা একা সেই ঘরের পাল্লাদুটোর মতন বন্ধ
কেউ আচমকা এলেই ঠোক্কর খাবে।

মানুষের কাছে যেতে

মানুষের কাছে যেতে আমার ভারি কষ্ট হয় আজ।
তার চেয়ে ভালো এই নিস্পৃহ বনানীর ভিতর অমল তৃণবাড়ি –
চোর-পুলিশ খেলার সময় আমিই চোর, আমিই পুলিশ !

এই ভাবে অনেকদিন গড়িয়ে গেলো বনানীর অন্যপারে পাহাড়তলি
গাঁয়ের দিকে –
আমি তার হদিশ পাইনি।

আমি আজ আর ব্যতিব্যস্ত হ্যারিকেনের আলোর মতন অন্ধকার
সরিয়ে দিতে উন্মুখ নই,
উন্মুখ নই জানালার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে
নীল পর্দার সরাসরি প্রতিপক্ষ হ'য়ে –
আমি ভারি একা এখানে !
জন-দরদ, পার্টি-মিটিং, বক্তৃতাও বহুকাল বন্ধ –
ভুলে গেছি তালাচাবি, খুচরো পয়সা আর তামাকের মুহুর্মুহু ব্যবহার,
আমি কেমন বদলে যেতে বসেছি–
এক্কেবারেই বদলে যেতুম, যদি না সেদিন গভীর রাতে
শুনে ফেলতুম গাছের ভিতরে ঠাসা একদল তদন্তকারী
মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ফিসফাস আর গুলি-বারুদের শব্দ !

BANGLADARSHAN.COM

স্মরণিকা

[কবি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতি]

এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো
তুমি সকলের কানে কানে বলতে এসেছো
নির্বাচন ক'রে দিতে এসেছো ইস্টিশান আর রেল-গাড়িতে
তোমার কপাল আর পাথরের নখ টেলিগ্রাফের তারে গাঁথা
তুমি কখনো সাহারানপুরের পোষ্টবাক্সে ফেলোনি চিঠি
তুমি কখনো ইঁদুর মারোনি সেঁকোবিষে
কখনো তুমি ময়দানের পাথরের ঘোড়া জড়িয়ে ধ'রে আক্রমণ
করোনি চীন
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

BANGLADARSHAN.COM

সে-রাতে ঝলক ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিলো ঘাটের রানা
ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে প'ড়ে ফেটে
যাচ্ছিলো অবধারিত শব্দে
সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ
তুমি একটি মাত্র ডুব-সাঁতারের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পার হলে অকূল জল
জীবনের বেদনা মরণের বেদনার কাছে ধুলিলুণ্ঠিত হ'লো।

সেবার আমরা গণতান্ত্রিক জুলিয়াসের রোমদেশে ঘুরেছি কতোই
রুশোর বেদে শুয়েছিলো মরুভূমির বালিয়াড়ির গভীরে
আমাদের কাছে
তার পোষা সিংহের ডাক আমরা শুনেছি কালরাতে
আমাদের স্বপ্নের স্টীমারগুলি ভ'রে গিয়েছিলো রুপোলি মাছ
সেদিন বুঝেছিলাম তুমি সেই আবলুশ সিংহের
পিঠে চড়ে বিদ্যুতের মতো
পৃথিবীর এপার থেকে ওপার চিড় ধরাবে মার্বেল

তোমাকে নিয়ে আমি একবার রাসতলায় ঘুরে আসবো
ভেবেছিলাম
পথের পাশে ডালিম ফুটেছিলো খুব
পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই
তোমার কবিতার ভিতরে অমানুষিক পরিশ্রম ছিলো
অথচ লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

BANGLADARSHAN.COM

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদঘাটন
সে-সময়ে পর্দা স'রে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে –
যে-সময়ে মেহগনি খাট ডুবে যায় মেঘে-মেঘে
যে-সময়ে মনোহর প্রত্যভিবাদন নিতে ধানখেতে চাঁদ নেমে আসে
অন্ধকার অবহেলা অন্ধকার বড়ো বেদনার –
সে-সময়ে হৃদয়েরই উদঘাটনে ভাসে মুখবাঁধা ঈগলবকের ঝাঁক একই দলে,
হলুদ পাতায় ভ'রে যায় নন্দীদের বটতলা,
সে-সময়ে তোমাদের বাড়ির কাউকে দেখা গেলে
(এমনকি অতিচেনা রোমশ বিড়াল !)
সিন্দুরের ফোঁটা তার কপালে দিতাম এঁকে, তবে
তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত –
সেই লোকটির হাতে এ-ফোঁটা পরানো হয়েছিলো।

BANGLADARSHAN.COM

অতি-আদরের পথে গলির বারান্দা ভালোবেসে
শেষবার সেই লোক কাহাদের বিড়ালেরই সাথে
করিয়াছে মুখোমুখি দেখা।
অবহেলা তোমাদের, অবহেলা তাহার তো নয় –
অমর নারীর মতো তোমরা করিতে পারো খেলা,
তাহাদের সে-সময় আছে ?
এই তো সেদিন আমরা আমাদেরই জন্মদিনে করেছি গ্রহণ –
বয়সের পরচুলা।
বয়স তো কারো একা নয় ?
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হ'য়ে –
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়, বালকেরা হাসে –
৫'-৩"-এ হ'য়ে যায় মনোরমা কাপ-নির্বাচন !
বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদঘাটন
সে-সময়ে পর্দা স'রে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে।

কোন্ পথে

একটা বিষয় গোড়া থেকেই স্থির থাকা দরকার –

কোন্ পথে ?

কোন্ পথে গেলে আর আমাদের ফিরে আসতে হবে না।

চৌকিদারির অভাবে ভিটে-মাটি ভদ্রাসন সব কিছু চুলোয় গেলে

পা ছড়িয়ে কাঁদতে হবে না।

আমরা, যারা একবার বেরিয়ে এসেছি

তাদের আর ফিরে যাওয়া চলে না।

পথ বেরিয়ে প্রান্তরে পড়ে

নদী বেরিয়ে সমুদ্রে–

এই তো নিয়ম।

আমরা নিয়ম-মাফিক পথ, পথ থেকে প্রান্তরে গিয়ে হাজির,

নদী থেকে সমুদ্রে...

BANGLADARSHAN.COM

তোমার হৃদয় থেকে বহিষ্কারের আদায় নিয়ে

অন্য হৃদয়ে বসবো

কাক-পক্ষীও টের পাবে না, পথিকের আবার বাস-বিষণ্ণতা কি ?

যেখানে পথ সেখানেই পথিক

ইতিমধ্যে, পান্থশালায় রাত তো আর কম কাটেনি !

ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে

ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে
অকৃতজ্ঞতা—গানের মতন
তাল-লয় থেকে ফাঁক পেলেই
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে

অকৃতজ্ঞতা—সেই পাখি
ডানা যার কর্তালের মতন বাতাস ভাঙছে
তেমন কিছুর দিকে চোখ নেই
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে

রাতে বৃষ্টি, তোমারও নাম অকৃতজ্ঞতা থাক্
কিংবা জঙ্গলের মধ্যের সেই তছনছ, ভাঙাবাড়ি—
নিবিড় শিশু
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে
অকৃতজ্ঞতা, তুমি ছাইপাঁশ, তুমি শাদা
তুমি মর্মছেঁড়া গাছ...

ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে
অকৃতজ্ঞতা—না, সঙ্গে নেয় না আমাকে
ঘুরে বেড়ায়, শুধু ঘুরতেই ভালোবাসে।

BANGLADARSHAN.COM

পিছনে যাবার রাস্তা নেই

শাদা বালি অব্যর্থ হাড়ের রঙ বনের ছায়ায়,
মানুষের মহিমার কাছে দায়ী
নদীপারে
নিভৃত কঠিন বাংলো সিঁথি-সিঁড়ি সব
পড়ে আছে
পিছনে যাবার রাস্তা নেই।
পাহাড় চূড়ার খড় সর্ষেফুল কানাভাঙা ক্ষেত
অতসীর হাতে-তৈরি
আসনের বাসনার মতো দীর্ঘস্থায়ী
যদি তুমি এদেশের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে দিতে চাও, দাও
ফিরে পাবে
হিমজল শার্সি-কাচ চুরমার আওয়াজে
দাঁড়াবার যোগ্য জায়গা বনভূমিময়
যদি তুমি এদেশের হাতে...
খাদে ডায়না, অলক্ষ্য ধুনুরি
মেঘের সাম্রাজ্য ধোনে
কমলা-কাঞ্চনে-ভরা মোঙ্গল-বাজার
স্বপ্নের ভিতরে, পথে অসংখ্য হোঁচট খায় চাঁদ
রাত্রিবেলা
পিছনে যাবার রাস্তা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

আলো জ্বালতে পারলে

মোটামুটি, দেহের পিদ্দিমে তেল থাকলেই হ'লো
তেল আর সল্‌তে
দেয়াললণ্ঠন আর খাস-গেলাস থাক্‌ বাবুর বাড়ি
ওঁদের আছে ভিন্‌রকম পালাপার্বণ
আর শখ-সাবুদ
নিদেন আলোটুক্‌ না হ'লেই নয়, তাই
পিদ্দিমে তেল ভরতে বলেছি !

আসলে, সেই সংসারে টান
এপার-ওপার দুপারেই আঁধার
সুমুন্দির পো, আলোসুদ্দু নদীতে ডুব্‌ দেলেন !
ফেশান্‌ কতো,
হতো বটে কচ্ছপের পেরান, কিছুতেই সাবাড় হতোনি !

BANGLADARSHAN.COM

রাতটুকের জন্যেই আলো চাই –
গলার কাছটা ধরলি মনে লয় জোব্বারের মা
কণ্ঠ শুনলি মনে লয় শানপুকুরের পেলানি
গা-র গন্ধে আঙা পথের দাগ ...
–হয় অবশ্যি
আলোটুক্‌ জ্বালতে পারলিই সন্দেহ খতম।

স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে, গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি –
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার–ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
তোমায় নিয়ে কবিতা লেখা শুরু ক'রে আমি
মহান খেলনায় গিয়ে পৌঁছুলাম
এ-বয়স খেলনার নয়, হেলাফেলা সারাবেলার নয়,
রবীন্দ্রনাথের মতন নয় গঙ্গাস্তোত্রে গা ভাসানো
আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প
রেলগাড়ির ব্রিজ আর কতোটুকু ? আমি সেই ব্রিজের মতন
অল্পস্বল্প হাহাকার–ব্রুকলীন ব্রিজ
নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে
মেলাতে চেয়েছিলাম
অথচ তুমি জানো সবই–আমাদের মিল-মিলন হবার নয়
তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো
আমার স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট,
আষ্টেপৃষ্টে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট ইটকাঠের স্তূপ
রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার–ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুস্থালু
অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার
সিঁড়ি–একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি–যা কোনদিন
প্রাসাদে পৌঁছায় না
শুধুই সিঁড়ি, একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি আর
কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো–
দূর ছাই ! কি পাগলের মতন আবোলতাবোল –
কবিতা লেখার কথা আমার
সিঁড়ির কথা রাজমিস্তিরির, হলুদবাড়ি –তাও রাজমিস্তিরির,
কবিতা লেখার কথা আমার

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি,
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার–ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
হাতের পরে মাথা রেখেছিলে, দুই উরু ভ'রে রেখেছিলে কার্পাস,
শুধু চীনেবাদামের খোসা ছড়ানো আমার কবিতার সঙ্গে
মিশ্ খাচ্ছে না
এয়ারকণ্ডিশানিং-এর ক্ষেত্রেও বাদামের খোসা নিষিদ্ধ !
চুম্বন নিষিদ্ধ–
তাম্রকূট আইন ক'রে বন্ধ করা, দূর ছাই !
কবিতার কাছে যতো কথা জড়ো করছি ততোই ছড়িয়ে পড়ছে
তোমার-আমার মনের স্বপ্নের সাধের মতন –বাতাস নেই,
গাব-ভেরেণ্ডার পাতা নড়ছে না –জোয়ারের জল
তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে।

BANGLADARSHAN.COM

সুদেষ্ণা নেই

তেমন কোনো কড়ার নেই, দেনাপাওনার কথা নেই –থোক হিসেব
দেখা হয়, দেখা না হ'লে দেখা হয় না
ঘরের মধ্যে বসে মনে হয় না ঘরে বসে নেই
চেয়ারে আচ্ছা ক'রে চড়ে মনে হয় না চেয়ারের নিচেই লুটোপুটি খাচ্ছি
এমন অনর্থক কাণ্ড কেন যে হয় না–মাঝেমধ্যে নিজের ওপর
বিরক্ত হ'য়ে উঠি

হ'লে, তোমায় শোনাতে পারতাম
এর উত্তরে কিছু একটা বলতেই হ'তো তোমাকে
শুধু কথাই–কথা ছাড়া মুখচোখের আভাস দেখার মতন নয়
দেখা যায় না–শুধু কথাই
ভেসে আসে, সুদেষ্ণা নেই
কেন ? কাল তো ছিলো ?
কাল ছিলো, আজ নেই–সুদেষ্ণা নেই
তেমন কোনো কড়ার নেই, দেনাপাওনার কথা নেই –থোক হিসেব
দেখা হয়, দেখা না হ'লে দেখা হয় না।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে

তোমার উজ্জ্বল ঘাড়ে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখি
কুয়া কি কঠিন কালো জল নিয়ে একাকীর খেলা
খেলছে নিশ্চিন্তে, যেন মাছরাঙা তার কেউ নয়
মাছরাঙা ওপাড়ার বোষ্টুমির কোলের কাপড়ে
নিভৃত লুকোনো কিছু—হরিধ্বনি কিংবা হাতচিঠি
যে তাকে আশ্বাস দেয় অন্ধকার দরজা খুলে দেবে !

তোমার ঘাড়ের কাছে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে পাই
পপ্‌লিন, সাবানগন্ধ কিংবা দূর সিক্ত ফেণময়
কষ্টিপাথরের সেই ছেলেবেলা, অবোধ আড়াল
যে দুটি স্তম্ভের জন্যে বারংবার বারান্দা বাড়াতে
বাথরুম-স্বপ্নের তুমি, ঘটনা তো শিখরের মেঘ
যদি সে নিশ্চিত বৃষ্টি কিংবা মৃত্যু অকস্মাৎ আনে
ওপথে আমার ভয় !
আমি আলিসার মাংস দাঁতে কাটি, মধুর স্বোয়াদে
ভ'রে যায় প্রাণমন, ছাদ ভেঙে একাকার করি
জুড়িগাড়ি তছনছ, পথ তুলে ব্রিজের মতন
চমৎকার বসে থাকি কাৎ হ'য়ে মান্ধাতার কোলে
আপিস-ইস্কুল নেই—লম্বা ছুটি কিংবা নির্বাসন
তোমরা যেভাবে নাও, নিতে পারো —আমি সুখী ! সুখী !

—হঠাৎ নিশ্চিত তার কণ্ঠস্বর ! কে তুমি, প্রাক্তন ?
মালিক ? ইজারাদার ? এদেশে পৌঁছুলে কোন্ ট্রেনে ?
দুঃখী, রুগ্ন, বাউণ্ডুলে —পাঁচজনে চাঁটায় যার মাথা
সে-ই তুমি এসে গেছো ? এখন আলিসা-মুক্ত সব
ছিন্নভিন্ন ঘাড়, বাঁধ—নদী সুদ্দু গণ্ডূষে গিলেছি
চিরতৃপ্ত দাস আমি, কোলে দাও চরণ তোমার।

BANGLADARSHAN.COM

এখানে নিঃশব্দ তুমি

শাদা কাপাসের তৃষ্ণা, বনের আড়ালে
রক্তের রোমাঞ্চ, দাগ
নীল ছই, তাঁবু
টম্‌টমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায় !
এখানে নিঃশব্দ তুমি

সজারুর নৃত্যে কি তুফান ?
রটনা নেহাত, অল্প, কর্মক্ষম চাবি
সিন্দুকের ডালা খোলে
দুঃখের মান্ধাতা, ফটোগ্রাফ
অমূলতরুর ফুল
সবই কতো তুচ্ছ, মূল্যবান !
এখানে নিঃশব্দ তুমি

BANGLADARSHAN.COM

বড়ো বাড়ি পাঁচিল রাখে না
হাট ভেঙে পড়ে নদীতীর
পারঘাটা
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে কাছে এসে কুর্নিশ জানায়
ওপাড়ার লোকালয়
কিন্তু, তুমি কাপাসেরই কাছে
রক্তের শপথে বন্দী

বনের আড়ালে দাগ
নীল ছই, তাঁবু
টম্‌টমের শব্দ হয় ঝুঁকে-পড়া শুকতারকায়।
এখানে নিঃশব্দ তুমি

একটানা এক জীবন

জলের ওপর ভাসতে-ভাসতে অর্ধেক জীবন খরচ হ'য়ে গেলো
বাকিটা ডুবেই থাকবো
দেখি না কী হয় ?
আগে ছিলুম জাহাজ আর নৌকার-ডিঙির সঙ্গী-সাথী
আশেপাশে সাঁতারু সিন্ধুশকুন আর উড়ুক্কু মাছ ছিলো না কি আর ?
সক্কলে ছিলো–
তাদের অনেকের সঙ্গেই ছিলো ইয়ার-দোস্তি
সপ্তাহান্তে ঢেউ-ঢেঁকুর বিয়ে-থার নেমতন্নও জুটতো
নোক-নকুতো ছিলো সবই, রাজনীতি পার্টিমিটিং শোকসভা

আজ শেষের অর্ধেক জীবনটানিয়ে এই সব চেনাজানা ভাসার
পরিবেশ ফাঁকা ক'রে
আমি এক চুমুকে ডুবে যাবো
দেখি না কী হয় ?
কিছুই না হ'লে দেশভ্রমণ আমার রোখে কে ?
সবার জন্যে তো আর একটানা একজীবন হয় না !

BANGLADARSHAN.COM

তোমার পেছনের কুকুর

প্রতিষ্ঠা মানেই একধরনের টানা ব্যবসায়, ঠাকুর রেখে পুজো করা
যজমান গুরুকে ছাড়িয়ে উঠলে আমরা বলি, বিপ্লব
এছাড়া বিপ্লবের কথা আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না
আমি স্বীকার করি চাঁদের পানে তাকালেই চোখে জল পড়ে
তাছাড়া আমাদের ব্যবসা শ্বেত বা কালো পাথরের, ইট কাঠ
কড়ি বরগার জানলা দরজা কপাটের ...
চোর-জোচ্চোর ছাড়া কপাট খোলার কথা যেন আমাদেরই নয়
আমরা কোনোদিন কারুর মুক্তি দিতে এগিয়ে যাইনি
যা পেয়েছি পেট-কাপড়ে বেঁধে মালসাভোগের ব্যবস্থা করেছি
আমরা কোনোকালেই রমণীর কাছে গিয়ে ব'লে উঠিনি,
তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত...
চেয়ে দ্যাখো, তোমার পেছনের কুকুর পর্যন্ত আজ পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

সভ্যতা আমারো মধ্যে আছে

সিংহের সমুদ্র, নীল মাছি এসে তাও ভোগ করে
কবিতার পাণ্ডুর প্রতিভা যেন দূরদেশে
সামাজিক দাবি আদায়-তশিলে ব্যস্ত
মোট বয় আগ্নেয় হলুদ
ধর্মতলা, সেবাশ্রম
ঠুঁটো করতালি দেয়, প্যান্‌থেয়িস্ট মনোভাব চাই
নতুবা অরণ্যে এসে দাস-দাসী লুকোচুরি খেলে –
আমরা সর্বস্ব দিয়ে এ কেমন সভ্যতা গড়েছি !
কাজ চাই
খুনের মতনও চাই রক্ত-তামাশায়-মাখা কাজ
চিরদিন
প্রেমেও পঙ্গুতা চাই
শুকনো কাশি শ্লেষ্মায় সুঠাম
উপদ্রবময় দেহ
রীতিমতো সন্তান ফলাবে
আবাদে যেমন চাষা, খড়ে ছাই
আত্মায় উকিল
আমারও নিশ্চিত লোভ রাহাজানি-খুশি-করে-আসা
উখুটে সম্পদে, উড়ো রাঁড়ে
কিন্তু বিহ্বলতা নয়, চৈতন্য সটান করে ব'সে
কুলপুরোহিত যেন
মন্ত্রে চাই সাপ্‌টে তুলে নিতে
নির্বংশ নৈবেদ্য তার
শুধু তুমি সিংহের সমুদ্র হও কিংবা উদ্বাস্তুর জন্মভূমি
থেকো কাছে
সভ্যতা আমারো মধ্যে আছে।

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যাহ্নের দোষে

মধ্যাহ্নের দোষে আমি বাড়ি ছাড়া
শহরে শিমুল
ফুটেছে, শোবার ঘরে
একটি জানলা বেশি পাওয়া গেল
অন্ধকারে ক্যানাফুল সবুজ পাৎলুন হ'য়ে উদাসীন মিটিঙে বসেছে
আমি আছি—আকাশের স্পষ্ট কথা কানে আসে আজ
সন্ন্যাসী দুপুরে মুক্ত বিপ্লবের স্বপ্ন দ্যাখে কতো
এ-সময়ে
পারাপার অত্যন্ত কঠিন !

মনে আছে দুজনের ভুলস্বর্গ, সনেট-রচনা
কিংবদন্তি বাদামের খোসা থেকে শাঁসের পৃথক
অস্তিত্ব, ও মনে আছে
ক্যাথিড্রাল-হাওয়া দেখে বাতিঅলা আসতে ভয় পায়
টকের বদলে মিষ্টি, বসন্ত আলশ্য বিক্রি করে
কিউ দেয় মেয়েলোক, ঢ্যাঁট্‌রা-ঢোল ময়দান পাড়ায়

লবঙ্গলতিকা আমি ভালোবাসি, অশোকমঞ্জরী
সংসারের উদুখলে বাটা ও তছরূপে ম্রিয়মাণ
প্রেম
তবু ন-মাসে ছ-মাসে
ইস্টিশন ভেদ ক'রে ঘুরে আসে পরের বাড়িতে
কিছুদিন
মধ্যাহ্নে বঞ্চনা বেশি তারই দোষে আমি বাড়িছাড়া
না বুঝে সাঁতার কাটে কড়িয়াল গোরিলা-দম্পতি !

BANGLADARSHAN.COM

সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে

সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে, কোথায় ছিলো ?
অন্ধকার ট্যাক্সিতে একটা সবরমতী আশ্রম খোলা যায় না ?
আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো, শুধু ভাবলেই চলবে না
মন্তব্য প্রকাশ করতে হবে
তোমার ভয় তো ওখানেই
কিছু কবুল করতে চাও না –মনে ভাবো–তোমার মন্তব্যমাত্রেই
রাজ্য ফেঁসে যাবে
ধুন্ধুমার লড়াই লাগবে নদীর দুতীরে –

সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে ? কোথায় ছিলো ?
শরীর আমার ওলোটপালোট –দিনে সোজা রাতে উল্টো
জামা পরি–কী যেন খাই–তাতে চোখমুখ ফোলে
বোল্তার কামড়ে আর কতটুকু বিষ !
কতোবার কাছে গেলাম, ওই কী যেন কিসের ভয়ে
ঠোঁটে ঠোঁট লাগাতে পারলাম না
অথচ মুখ আমার হাতের ফাঁকে
তোমার কোলের পরে শুতে না শুতেই চাষবাস তোমার
চাষের আঙুল আমার ধানখেতে, মাথার ভিতর...
ওই কী যেন কিসের ভয়ে তোমার বুক খুলে দেখতে পারলুম না –
সবরমতী আশ্রম কোন্ দিকে, কোথায় ছিলো ?

BANGLADARSHAN.COM

দুই পাহারাঅলা

মিথ্যেই পাহারাঅলা, খিড়কি-পথে হ'য়ে গেছে চুরি –
সর্বস্ব লোপাট্ !
পড়ে আছে ভাঙা টিন, তক্তা, চট, মরচে-পড়া তাঁবু
অদূর তুলসীমঞ্চ, ভুষোকালি লেগেছে দেয়ালে
অষ্টাবক্র খাচাখানা ঝুল-বারান্দায় দোলে ওই
মিথ্যেই পাহারাঅলা, বন্দিনী সে-রাজকন্যা কই ?

সুন্দরী আধেকলীনা, দ্বিতীয়ার চক্ররেখা চাঁদ
বাগানে দাঁড়িয়ে আছে –
জ্যোৎস্নার মস্‌লিনে গা-জড়ানো,
পিছনে টম্‌টম।
দূরদৃষ্টি আজো কিছু কম
তাকে কাছে ডেকে বলি, তুমি যাও ঘরে
দু-দরজা পাহারা দেবো দিবারাত্র, সকল প্রহরে !
এটা-ওটা চুরি যায়
ইতস্তত চুরমার আওয়াজে ঘুম ভাঙে তৎক্ষণাৎ
দরজা ছেড়ে যাওয়া তো গর্হিত !
সুতরাং, মনে-মনে-মনে
বিষাক্ত পাঁউরুটি ফেলে বাগে রাখি ইঁদুর, দুশ্‌মনে !

সেই থেকে সঙ্গে আছে
নিঃসঙ্গতা, ভূতের মতন –
রাত্রে সেকি দীর্ঘকায়,
বুকে চেপে করে আলুথালু !
কষ্ট ও আনন্দ হয় যুগপৎ সে অম্ল-দংশনে –
সেই থেকে সঙ্গে আছে নিঃসঙ্গতা, ভূতের মতন !

BANGLADARSHAN.COM

কথায় বলে

বুকে হেঁটে পৌঁছেছি নদীর কাছ বরাবর
বাকি পথ আরোগ্যের পর স্বাস্থ্য-ফেরার মতন দুরূহ
চতুর্দিকে কতো সাবলীল গাছপালা, ইন্দ্রিয়ছোঁয়া নীলবর্ণ
আমি তাদের কেউ নই
পুজোর মূর্তি, সাষ্টাঙ্গ, মধ্যে শয়ান –
ঘরের ভিতরে যেমন মানুষ নির্জন তেমনি আমি
রাখা-ঢাকা গল্প আছে, তোমাদের কাছে
বলবো ব'লেই এতোদূর এসেছি –
নদী, তুমিও কান দিও।
কথায় বলে, কাঁঠাল তুমি, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াও কেন
সবাই তোমাকে দেখছে –
একসময় এই দেখ্‌নাইপনায় ছেয়ে যায় মেঘের মতন বাসনাগৃহ
পকেট থেকে মুদ্রা, তাগাতাবিজ, মাংসপেশী, দৌড়ঝাঁপ
দেখাতে-দেখাতে
ম্যাজিকঅলার কাছে যেমন মনের মানুষ
সে তেমনি এসে বলে : থামলে কেন ?
আরো কী আছে দেখাও আমাকে – যা যা আছে সব দেখাও।

BANGLADARSHAN.COM

দুই বসন্তবৌরী আর

মরা যজ্ঞডুমুরের ডালে বসে দুই বসন্তবৌরী
নিচে জল আর
নীল কাচে-আঁটা মসজিদের চূড়ার চাঁদ
উপরে কিছু নেই...
কালো পর্দা-টানা বারান্দায় লোকজনের আসা-যাওয়া
পায়ের শব্দ
উপরে কিছু নেই... কুড়্ কুড়্ ক'রে মেঘ ডাকছে
মনে মনে, দুই বসন্তবৌরী একসময় এক হ'য়ে গেলো
কালো পর্দা-টানা বারান্দায় লোকজনের আসা-যাওয়া
পায়ের শব্দ
বন্ধ হ'য়ে গেলো তৎক্ষণাৎ
স্তব্ধ রোশনচৌকি
আয়োজন বিয়েবাড়ির মতন পড়লো থিতিয়ে
তখন নিচে জল আর
নীল কাচে-আঁটা মসজিদের চূড়ার চাঁদ
উপরে কিছু নেই...

BANGLADARSHAN.COM

বেড়িয়ে ফিরলুম

বেড়িয়ে ফিরলুম—আঙুলের গলি ভর্তি ঘাস-মাটির নাছোড়বান্দা আদর
বাইরে থেকে জোঁকের জীবনসুদ্দু উপড়ে এনেছি
দ্যাখো আমার কেমন লোভ !
লাইব্রেরি লোপাট ক'রে বই আনিনি
হাতে খন্তা
ওই ঘাসের টুকরোগুলোকে পুনর্বাসন দেবো এবার
ফুল ফোটাবো ব'লেই তো
বেড়িয়ে ফিরলুম !

ফিরে এলুম—ঘরের দাবায় বসে দোলাচ্ছি পা
কেউ ডাকছে না—কাউকেই ডাকছে না
নিজেকে মনে মনে কুর্নিশ করি : সালাম সায়েব,
ভেবেছিলুম নোক-নোকুতো সেরে বুঝি আর ফিরতেই পারবে না
দেশে
কে সে ?
অমন ক'রে বুকের মধ্যেকার মাটি আঁচড়াচ্ছে—দূরের পথ ?

BANGLADARSHAN.COM

নাম জীবন

চোখ ফেলে মাটি কুপিয়ে বেড়াই।
হাওয়ায় ওঠে ফুরফুরিয়ে প্রজাপতির মতন পাখ্না-ভরা
নরম রোদ্দুরে পোড়া মাটি, ঘেঁস, বালি আর কাঠগুঁড়ো,
—সব জায়গার মাটি তো আর সমান নয় !

তাকে জো-সো করতে দুটো-একটা চন্দন-সাবানের দরকার,
গা তক্তকে করতে দরকার তুরস্ক তোয়ালে,
এছাড়া, খুরপি, নিড়ুনি নাগালের মধ্যে চাই।

বাগানে বচসা চলবে না, ঠায় ধ্যান,
করাতকলের শব্দও নয়।
শুধু একটানা, অবিরাম কানের কাছে শরীর টেনে শামুকের মতন
পাতায় কথা বলা,
শুধু ঝোপ বুঝে কোপ বসানো !
শেষমেশ, বুকের কাছের নরম মাটিতে ফুটন্ত টগর বসিয়ে চৌ-চম্পট —
সটান ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।
এরপর তো আছেই সপ্তাহান্তে লোকলস্কর এনে কীর্তির দিকে
আঙুল তোলা—
যায় যায় বললেও, সব যায় না —কিছুটা থাকেই
যার নাম জীবন !

BANGLADARSHAN.COM

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতো কালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
এই অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
আমি দেখেছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
বুকের মতো নিভৃত মাছ
এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের –
আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা
যাদের হাত হ'তে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের
হারিয়ে যেতে থাকে।

আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে
আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক
আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি
ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে
এরকমভাবে আমরা যে-ধরনের মানুষ সে-ধরনের মানুষের থেকে সরে
যাচ্ছি দূরে
এরকমভাবে আমরা প্রকাশ করতে চাচ্ছি নিজেদের আহাম্মুক দুর্বলতা
অভিপ্রায় সবই
আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর
বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি
এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী
ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়
অনেকদিন আমরা পরস্পর পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি
অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের
অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের
অনেকদিন আবোল-তাবোল শিশু দেখিনি আমরা
আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে
অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন

BANGLADARSHAN.COM

তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই –
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতোকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে অই
হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
একটি চিঠি হ'তে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল
একটি গাছ হ'তে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।

BANGLADARSHAN.COM

এবার আসি

সবাই বলতো, পিঠে একটা কুলো বেঁধে নাও
চলো
পাচনবাড়ি উঁচিয়েই আছে
মারের ডগায় সদাসর্বদাই এগিয়ে যেতে পারবে
চলো

যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
মাঝ-বরাবর রাস্তা
রাস্তা বলতে সাপ-নাগালে উঠি-মুঠি আলপথ
তাতে পা দিলেই নজরালির তালপুকুর
মিট্‌মিট্‌ করছে জমি-জেরাত

সুতরাং, চলো
যেতে-যেতেই এপাশ-ওপাশ দেখা যাবে
উড়ো চাল চুড়ো বাড়ি
ঐ তো বদু বুড়োর ছিলো
আজ নেই ?
না।
না মানে, কব্‌লা-কসরৎ দিগ্‌বিদিক ক'রে
মাগ-ভাতারে বদু বুড়ো সাপ্‌টে খুইয়েছে সবই
আছে আছে
সব গেলেই সব যায় না
কিছু আছে
উনুনমাটির গা চিতিয়ে চওড়া হয়েই আছে
ছাই
শপথ করো
হারলেও কেন্‌ ছাড়বে না
শপথ করো, কেননা
—ঐখানেই তোমার জিৎ
তুমি মীমাংসার পক্ষপাতী

BANGLADARSHAN.COM

অবুঝের সঙ্গে লড়ে লাভ ?

ছিঃ

আজই তৈরি করেছি

সাঁকো

যেখানেই থাকো

একবার মন-মন কাজে এলেই হবে

এবারের উৎসবে

কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই

হাতের লাটাই

আর ঘুড়ি

দু-তরফ, হা ভাইজান, থুড়ি

চারোতরফ মিলমিশই তো মেলা

সুতরাং

যেখানেই থাকো

একবার মন-মন কাজে এলেই হবে

এবারে উৎসবে

কানা-খোঁড়া সবাইকেই চাই

চলো চলো

যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে

ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর

কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্ত

মুখ-শোঁকাশুঁকি করারও সময় নেই

জলের দরে জমি বিকোচ্ছে

হোগলাবনে মট্‌কা মেরে পড়ে আছে রোদ্দুর

বাঁশঝাড়ে লুটপাট আবছায়া

তবু, ও-সব বিচার তোমার নয়

তোমার নয় ছাঁদনাতলা পোর্টার-পাখি

টিকিটের ওপর কেবলই যাত্রার ছাপ

দোলের রঙে রঙিন কুকুর পথে বেরিয়েছে

তোমার নয় মৌসুমি সমুদ্রের ভারাক্রান্ত প্রসববেদনা

BANGLADARSHAN.COM

তোমার নয় আদায়-তশিল, ধারকর্জ–
চলো চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে
ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর
কিন্তু, ঐ দেখা পর্যন্তই

মই
কিংবা সিঁড়ি
দুজনেরই বাসনা বিচ্ছিরি
সুতরাং–চলো
যেতে-যেতেই ইস্টিশন পাবে
দাঁড়াবে
পা তুলে বক
আর কিছু না-হোক
ফলারটা বাঁধা
সা রে গা মা পা ধা
স্কুল-পাঠশালা বন্ধ
ফিরতে আনন্দ নয়, যেতেই আনন্দ

ভালো আছো ?
মন্দ কি ?
দুটোই একবগ্গা প্রশ্ন
উত্তরের বদলে দক্ষিণ
নাকের বদলে নরুন
ঐ ‘বদল’ কথাটাকেই সমর্থন করুন

এবার আসি
সাতগাঁয়ে আমিই এক চলার লোক
পথটাও কম নয় নিতান্ত
কেই বা জানতো
পথের দুপাশে খাড়াই
ইচ্ছে করে ছাড়াই
হাড়-মাংস পেত্থক করি

BANGLADARSHAN.COM

দুর্গা দুর্গা হরি

এবার আসি

সুতরাং, এবার আসি

BANGLADARSHAN.COM

সমাধিফলকের স্মৃতি

ঊনষাট সনে যেন পেয়েছি পশম
ঊনষাট সনে যেন একটি অনন্তঘাট পার হ'য়ে পেলাম ঠিকানা
'ঐ তো বনের ধারে ওরা থাকে।'
রঙিন টালির ছাতে উড়ে এসে পড়েছে সজিনা
সজিনা পথেও ঝরে শীতের বাতাসে।
'দ্যাখো তো তোমার কতো কষ্ট হলো, আলোয়ান নাও –
গরম পোশাক তুমি গ্রীষ্মের ভেতরে ফেলে এলে –
তুমি কাপুরুষ !'
জ্বরের ভিতরে শীতে মমতায়, মখমলে-কোমলে তুমি পড়ো মনে
তুমি পড়ো মনে যদি পশমের জামা দেখি কখনো সন্ধ্যায়
কলকাতা কলকাতা থেকে দূরে সরে যায়
তুচ্ছ হয় নগর, নিয়ন, ট্রাম ত্রস্ত আঁকাবাঁকা –
বাড়ির সজিনাপাতা ভেসে আসে শীতের বাতাসে
জেলের ফটক থেকে ঘণ্টা বাজে –হ'লো মধ্যরাত
তুমি কি এখনো ধরো হাত ?
তুমি কি আবার ধরো হাত ?

বর্তমান, মনে হয়, অতীতের ম্যাজিক-চোঙায় ভ'রে দেয় বাহু
আজই সন্ধ্যা থেকে শুধু মনে হয় বের হবে সেই –
সেই পশমের জামা, শীতের বাতাসে
সজিনার পাতা তাই অবাধে এখানে উড়ে আসে।

২

আমার খবর সবই দামোদরে স্খলন কার্তিকে।
আশা নিরাশার কথা কিছু বলা যায় ?
সকালে সূর্যের মুখে শেষকার্তিকের ছায়া পড়ে –
আশা তা কি ?
নিরাশা কি তাই ?
ভুরকুণ্ডে অবিরাম কয়লা ভাঙার শব্দ হয়
তোমার পশমসুদ্ধ কেঁপে ওঠে কার্তিকের স্মৃতি।

BANGLADARSHAN.COM

কার্তিক, জন্মের আগে আমি দুই ভূ-খণ্ডে ছিলাম
একটি ব্রিজের তলে ফুটে উঠেছিলাম যখন
কার্তিক, তোমার আত্মমুখনীতা তুচ্ছ হ'য়ে গেলো
এখনই হবো আমি সন্তানের পিতা –
আমার খবর সব দামোদরে স্খলন কার্তিকে।

৩

তোমাদের দেশ থেকে ছুটি পেলো উত্তরের হাওয়া –
এবার বিদেশ যাবো
এবার নেবো না আমি হাতে কিছু
এবার ধরবো না বনপথ যাহা বসন্তে পৌঁছায়
তোমাদের দেশ থেকে ছুটি পেলো উত্তরের হাওয়া
এবার বিদেশ যাবো
এবার বিদেশ গিয়ে বসবাস করবো বহুদিন।

৪

BANGLADARSHAN.COM

মনে রেখো...
মনে রেখো বহুদিন কাছে তো ছিলাম
টেবিলের পায়ে পায়ে আজই নাস্তি লুকোচুরি খেলে
কিন্তু বাতাবি ফল গাছের ভিতরে আছে জানি
অতল সবুজে তার ভুলো না হাতছানি
ও নতুন,
তালবাগিচার পথে যাকে আমি দেখেছি ছড়াতে গমের নিটোল বীজ
তাকে আমি দেখিনি কখনো
সূর্যকে দেখেছি পুবে পশ্চিমেও
দেখিনি সে-চাষী
ও নতুন, এইভাবে সে আমায় দেখেছে একবার
তারপর সন্ধ্যা হ'য়ে এলো
কুয়াশায় ঢেকে গেলো পথ ও পথিক সেই দেশে।

৫

সেই দেশে অক্ষম জাহাজ
সেই দেশে—মোটরের দেশে
হাসপাতালের থেকে সুস্থেরও উদ্ধার নেই কোনো।
নিমগ্ন বাড়িতে আজো লোকজন আছে
তখনই কি অমল জাহাজে—ও চিরউত্থান
তোমার নিকটে যাবো
তোমার নিকটে বহু লোকজন আছে
কোনখানে কেবল প্রকৃতি ?
কোনখানে বিশ্বপরিচয় ?

৬

উপত্যকা থেকে দেখি চারিদিক অনন্তে বিছানো
সেখানে, সন্ধ্যার মুখে মহিষেরা ট্রাকে চড়ে যায় বিচারে, বাজারে
এইখানে মহিষের প্রয়োজন নাই
এখানে ইউক্লিড্।
কোল্ ক্রাসারের শব্দে ঘোর রাতে জেগে উঠে দেখি
তোমাদেরই গোলাপবাগান—
টুল্টু কি চোর ?
শাদা গোলাপের ফুল ও আমাকে দেবেই সকালে !

BANGLADARSHAN.COM

৭

পাত্রাতু-র পথে আমি যাইনি কখনো
সেখানে তুমি কি গেছো ?
লাতেহারে গেছো তুমি ? জঙ্গলবাজারে ? সেই দূর সাংচুয়ারি ?
তুমি চিরদিনই পথ ভোলা
সজিনা ছায়ায় কবে তুমি নাকি দেখেছো গণ্ডোলা
অবাধ্য জাহাজে, আমি, দামোদরে !
এইখানে কিছুদিন পড়া যায় মিল্টন মহান
দিকভ্রষ্ট নরক নাকি এই উপত্যকা ?
—মিল্টন মিল্টন তুমি চোখ খুলে লেখো তো সনেট

তর্কাতীত অন্ধকার পরে।

পাত্রাতু-র পথে আমি যাইনি কখনো
সেখানে তুমি কি গেছো ? একিলিস গেছে ?

৮

জানি না, ওরা কি জানে অমরতা, বাণিজ্যবিস্তার
নতুবা কীভাবে আটটি মহিষ পাঠায় ওরা দূরে
কীভাবে এ-সন্ধ্যাবেলা মানুষের হাত ফাঁকা ক'রে
লুফে নেয় দামোদর উজ্জ্বল মোহর ?
জানি না, ওরা কি জানে বাণিজ্য-বিস্তার ?
টেলিগ্রাফ-পোস্ট যেন পৃথিবীর শেষ
মীনাবাজারের কোলে গভীর হ্যাজাক
কে বাজাবে শেষ ঘণ্টা ?
অনির্বচনীয় তারা কে ফোটাবে দক্ষিণ ফটকে –
তুমি নাকি !
তোমার সমস্ত কাজ তুমি আজই প্রবর্তিত করো...

BANGLADARSHAN.COM

৯

এখানেও পাখিদের ওড়াউড়ি !
কী কলঙ্ক জমেছিলো পাতালপ্রদেশে
তা সবই–তোমার প্রতি
তোমার এখনো আমি নিজস্ব কলঙ্ক দেখি নাই
বাটির কলঙ্ক কিছু আছে –তব জ্যেষ্ঠ ভগিনীর।
তবু তুমি দুই হাতে গরদরঙের মুখ ...
তবু তুমি দুই হাতে সে সব ভোরের আগে সাফ্ করো
মাথার বালিশ তুমি চুরি করো ঘৃণ্য বিছানার
পালঙ্কও ঢেকে দাও গয়ার চাদরে
নিজস্ব কলঙ্ক কিছু আহরণ করো, করো যোগাযোগ –
লোকেও বলুক, অমুকবাবুকে তুমি ভালোবাসো, পছন্দও করো ...

১০

তোমারও বার্ধক্য আজ অল্প নয়
তুমি তাম্রকূট সেবন করো না কেন ?
কেন হিমে বসে থাকো উঠানের পরে ?
ছুটোছুটি করো কেন ভুঞ্জদের গোঠে
কেন তুমি নিজের বার্ধক্য আজো বুঝতে শিখলে না
তুমি, পারাবতপ্রিয়, চিরদিন থেকে গেলে তাই
তোমায় হারাবো আমি কোন্ গেমে ?

১১

সোনা ছেড়ে তুমি নাও এ্যালুমিনিয়ম—তোমাকে কী আর দেবো ?
রুপোলি মলাট তুমি চেয়ে নিলে, বইটি নিলে না
তোমার কী রাশি, মেষ ?
তোমাদের ঘরে কারা কাজ করে
তুমি কাজ করো ?
বাসন ধুতে কি পারো ? পারো তুমি বোতাম বসাতে ?
কখনো সেজেছো বুড়ি পূর্ণিমানিশায়
জ্যোৎস্নায় পড়েছো কররেখাগুলি অন্তিমকালের ?
কখনো শুয়েছো তুমি সন্ধ্যাবেলা ?
তোমাদের চীনা লণ্ঠনটিকে আমি ভালোবাসি—
তুমি তাকে ভালোবাসো ?

BANGLADARSHAN.COM

১২

ঐ তো সবার ঘোড়া—রাত্রিবেলা থাকে কার কাছে ?
একটি চাঁদের মতো ওকি একাকিনী ?
প্রত্যুদগমন ক'রে ওকে তুমি কাছে টেনে নাও
শোবার জায়গা দাও ওকে তুমি
ওকে তুমি টেবিলের ধারে মনোগত করতে দাও
তোমার অর্ধেক সিলেবাস
ওকেই জীবন থেকে অর্ধেক জীবন দাও তুমি ...
ওকে তুমি বুকের নিকটে নিয়ে, পোশাক বদল করো মাঝরাতে

ওকে তুমি বাবার কাছেও নিয়ে যাও
ওকে দিও ভালোমন্দ –কাৎলার মুড়োটি দিও পাতে
আত্মীয়-স্বজনপ্রিয় ওর চেয়ে কাউকে জানি না
ওকে তুমি বাল্যের স্মৃতির গল্প সবই ধ'রে দিও
অতল বিষাদ ওর, ওর কাছে লুকিও না কিছু
ঐ তো সবার ঘোড়া –ও আমার অত্যন্ত আপন।

১৩

আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো–অনেকেই চেনে
অনেকে তো পথ দিয়ে যেতে-যেতে পিছনে তাকায়
ঐখানে পড়ে আছে হাড়বজ্জাতের হাড়মাস –চেনো নাকি ?
এদেশে নবীন নামে এক জেলে ছিলো
এদেশে মহুয়া খুবই পাওয়া যায়
এদেশে জেনেছে লোকে ওর কোলাহল
ওর মতো ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি ...
চেয়েছিলো একদিন হারমোনিয়ম !
ঐখানে পড়ে আছে –চেনো নাকি ?
আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো–অনেকেই চেনে !

BANGLADARSHAN.COM